# বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

(প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট,১৯৭৪(২৫/১৯৭৪)এর অধীনে গঠিত)
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

**মামলা নং-৫/২০১৮**

জনাব মুনতাসীর মামুন — ফরিয়াদী
পিতাঃ মরহুম মিসবাহউদ্দিন খান
ঠিকানাঃ বাসা ২৭, সড়ক নং ১৪/এ,
ধানমন্ডি,ঢাকা -১২০৯।

বনাম

জনাব গোলাম মোর্তোজা — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক সাপ্তাহিক
ঠিকানাঃ চ্যানেল আই ভবন, ৪০ শহীদ
তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, ঢাকা-১২০৮।

**জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ**

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত — সদস্য

| | |
|---|---|
| ফরিয়াদী | ঃ জনাব এ কে রাশেদুল হক নিয়োজিত এডভোকেট উপস্থিত |
| প্রতিপক্ষ | ঃ স্বয়ং উপস্থিত |
| শুনানীর তারিখ | ঃ ২৮/০৬/২০১৮খ্রিঃ |
| রায়ের তারিখ | ঃ ০৯ /০৮/২০১৮খ্রিঃ |

## রায়

**ফরিয়াদীর আর্জিঃ**

ফরিয়াদী **"সাপ্তাহিক"** পত্রিকার ০৪/০১/২০১৮ তারিখে **"২০১৭'র দিকে তাকিয়ে ২০১৮ দেখি"** শিরোনামে প্রচারিত নিবন্ধের মাধ্যমে আপত্তিজনক, কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক" পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ফরিয়াদীর নিবেদন করেন যে,
তিনি মুনতাসীর মামুন উদ্দিন খান- মুনতাসীর মামুন নামেই পরিচিত এবং এ নামেই লেখালেখি করে থাকেন। ফরিয়াদী ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ২০১৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৭ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান।
ফরিয়াদী ১৯৬৩ সাল থেকে লেখালেখি করছেন এবং এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৩০০ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনি ১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট স্বর্ণ পদক, ১৯৯২ সালে সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ২০১১ সালে গবেষণায় অবদানের জন্য একুশে পদক পেয়েছেন।
তাঁর এই দীর্ঘ অধ্যাপনা ও লেখক জীবনে লেখালেখির কারণে আলোচনা সমালোচনার সম্মুখীন হলেও কখনও কোন সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের প্রতিহিংসা-পরায়ণ আচরণ বা বিষোদগারের সম্মুখীন হননি। কিন্তু সম্প্রতি

সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে যা বিভ্রান্তিকর, অসত্য, বানোয়াট, উদ্বেগমূলক, প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও মানহানিকর।
একজন সাংবাদিকের এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক, মানহানিকর প্রতিবেদন সাংবাদিক জগতের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা কাম্য নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের বিরুদ্ধে ন্যায়মূলক বিচার ও প্রতিকার পাওয়ার জন্য এ অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রতিবেদনের নাম **"২০১৭'র দিকে তাকিয়ে ২০১৮ দেখি"**, প্রতিবেদক- 'গোলাম মোর্তজার' । সেখানে ৫ম অনুচ্ছেদে লিখছেন- "বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক লেখক মুনতাসীর মামুন, সাবেক ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুলও ফারমার্স ব্যাংকের উদ্যোক্তা। অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, ব্যাংকের উদ্যোক্তারাই লুটপাট করেছে। একজন লেখক-বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বা একজন ছাত্রনেতা কি করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতো অর্থের মালিক হলেন, শুধু ২০১৭ সালের নয়, আরও বহু বছরের জন্যেও এটা নিয়ে উদাহরণযোগ্য ঘটনা ইতিহাসে থেকে যাবে"।
তিনি নিবেদন করেন যে, ব্যাংক পরিচালনা করেন সরকার অনুমোদিত পরিচালকরা, উদ্যোক্তারা নন। অর্থমন্ত্রীর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করে ফরিয়াদী কে জড়ানো হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করেছেন লেখক ও অধ্যাপক হিসেবে কী করে ফরিয়াদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতো অর্থবান হলেন। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর আয়কর বিবরণী দেখেননি এবং দেখার চেষ্টা ও করেনি। আয়কর বিবরণীতে ফরিয়াদীর অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ এ ব্যাপারে কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি। যদি তিনি ফরিয়াদীর মতামত নিতেন, তাহলে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে অভিযুক্ত করতে পারতেন না। প্রতিবেদক উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে প্রতিবেদন ছেপেছেন।

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনটি ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ ফরিয়াদীকে আঘাত করেছে।

এ আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের/ সংবাদ সংস্থার সম্পাদক মহোদয়ের কাছে ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছে। সম্পাদক ফরিয়াদীর প্রতিবাদ মোটেও ছাপেনি। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।
প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি।

**<u>প্রতিপক্ষের জবাবঃ</u>**
অভিযোগকারী তাঁর প্রতিপক্ষের জবাবে অভিযোগের বর্ণনায় ভুলভাবে প্রতিপক্ষের লেখার প্যারাগ্রাফকে উদ্ধৃত করেছেন মর্মে দাবি করে নিম্নে উল্লেখ করেছেন।

| অভিযোগকারী লিখেছেন | আমার লেখায় যা আছে |
|---|---|
| **"....শুধু ২০১৭ সালের নয় আরও বহু বছরের জন্যেও এটা নিয়ে উদাহরণযোগ্য ঘটনা ইতিহাসে থেকে যাবে"** | **"....শুধু ২০১৭ সালের নয় আরও বহু বছরের জন্যেও এটা <u>নিশ্চয়</u> উদাহরণযোগ্য ঘটনা <u>হয়ে</u> ইতিহাসে থেকে যাবে"** |

প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, অভিযোগকারী তার অভিযোগপত্রে কোন তারিখ উল্লেখ করেননি, তবে প্রতিপক্ষ এ লেখাটি প্রকাশ করেছে চার মাস আগে, জানুয়ারি ২০১৮ সংখ্যায়। ফলে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ত্রুটিপূর্ণ ও তাই খারিজযোগ্য।
অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদের অন্তগর্ত ৩টি বাক্যের কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু ফরিয়াদী সেজন্য সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষের বরাবর কোন প্রতিবাদ প্রেরণ করেননি। যদি অভিযোগকারী প্রতিবাদ প্রেরণ করতেন তাহলে প্রতিপক্ষের মন্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ও অভিযোগকারীর জন্য সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। ফলে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ত্রুটিপূর্ণ ও তাই খারিজযোগ্য।

প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, দি প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন ১৯৮০-এর অর্ন্তভুক্ত ৮.১[খ] বিধি অনুযায়ী নিয়ম হলো কীভাবে বা কীরুপে প্রতিপক্ষের লেখা অভিযোগকারীর নিকট আপত্তিকর মনে হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু অভিযোগকারী তার অভিযোগে প্রতিপক্ষের প্রবন্ধ থেকে ৩টি লাইনের উদ্ধৃত্তি প্রদান করেছেন মাত্র। এ লাইনসমূহ কীভাবে বা কীরুপে "বিভ্রান্তিকর, অসত্য, বানোয়াট, উদ্বেগমূলক, প্রতিহিংসা-পরায়ন ও মানহানিকর" তা তিনি বর্ণনা করেননি। ফলে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ত্রুটিপূর্ণ ও তাই খারিজযোগ্য।

অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের লেখার যে ৩টি বাক্যকে আপত্তিকর মনে করেছেন সেখানে প্রতিপক্ষ মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একটি মন্তব্য ব্যবহার করেছেন সুস্পষ্ট যে এই মন্তব্যটি প্রতিপক্ষের নয়, প্রতিপক্ষ শুধু এটি প্রতিপক্ষের লেখায় ব্যবহার করেছে মাত্র। অভিযোগকারী নিজেও তাঁর অভিযোগে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যটি "মিথ্যা" বা ভিত্তিহীন তা বলেননি, বরং তিনি তাঁর অভিযোগে বলেছেন যে, প্রতিপক্ষের প্রবন্ধে ব্যবহৃত অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। সেক্ষেত্রে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের না করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যটি আনীত পত্রিকায় প্রকাশের পরপরই যদি প্রতিবাদ করতেন তবে তা-ই সঙ্গত হতো। ফলে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ত্রুটিপূর্ণ ও তাই খারিজযোগ্য।

প্রতিপক্ষের প্রবন্ধে অভিযুক্ত ০৩টি বাক্যে আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে বলেছে যে, একজন অধ্যাপকের পক্ষে একটি ব্যাংকের উদ্যোক্তা হওয়ার মতো আর্থিক সক্ষমতা অর্জন ঠিক তাঁর অধ্যাপনাকর্ম থেকে অর্জিত আয়-ব্যয় ও আর্থিক সঞ্চয়ের সঙ্গে মানানসই নয়। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের প্রবন্ধে উল্লিখিত মন্তব্যটি মিথ্যা বা ভিত্তিহীন এ রকম দাবি করেননি, বরং তিনি তার অভিযোগে প্রতিপক্ষের প্রতি পাল্টা ২টি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। [অভিযোগের শেষ প্যারা দ্রষ্টব্য] । তার প্রশ্ন ২টি নিম্নরুপঃ-

> "ক. প্রতিপক্ষ তার আয় বিবরণী দেখেছে কিনাঃ
> খ. সেখানে যদি সঠিক অর্থের প্রদর্শন থাকে তাহলে প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগমূলক এই উক্তি করতে পারেন কিনা।"

ফরিয়াদীর প্রশ্ন ২টির সঙ্গে কাউন্সিলে প্রদত্ত অভিযোগের যেহেতু কোন সম্পর্ক নেই, তাই এ বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে প্রতিপক্ষ বিরত থেকেছেন। তবে এটি সত্য নয় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে তার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বরং একজন সাংবাদিক হিসেবে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের একজন অধ্যাপকের পক্ষে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য অর্জন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে একটি মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্য ও অভিযোগ এক বিষয় নয়। ফলে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ত্রুটিপূর্ণ ও তাই খারিজযোগ্য

প্রতিপক্ষের পুরো লেখাটি মোট ১২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। ফরিয়াদীর অভিযোগের বর্ণনা থেকে এটি স্পষ্ট যে প্রতিপক্ষের প্রবন্ধের সার্বিক বক্তব্যের প্রতি অভিযোগকারীর কোন আপত্তি নেই। অভিযোগকারীর আপত্তি শুধু ৫ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ৩টি বাক্য বিষয়ে। যেহেতু উপরোক্ত বাক্যসমূহ তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ লিখেনি তাই, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ত্রুটিপূর্ণ ও খারিজযোগ্য।

প্রতিপক্ষ জবাবে আরোও উল্লেখ করেছেন যে, অভিযোগকারী একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ও ইতিহাস গবেষক। বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ক গবেষণায় ফরিয়াদীর মৌলিক অবদান রয়েছে এবং এক্ষেত্রে তিনি ঈষার্ণীয় সাফল্যও অর্জন করেছেন। প্রতিপক্ষ নিজেও ফরিয়াদীর গবেষণা কর্মের একনিষ্ঠ পাঠক। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রবন্ধে প্রকাশিত মন্তব্য একজন নাগরিক ও সংবাদকর্মী হিসেবে প্রতিপক্ষের স্বাধীন মত প্রকাশের অভিব্যক্তি মাত্র। প্রতিপক্ষের লেখায় সমাজের ও জনস্বার্থের জন্য হানিকর ও সাম্প্রতিক সময়ে নানাভাবে সমালোচিত একটি বিষয় ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাতে দুর্নীতি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উল্লেখ করেছেন মাত্র। অভিযুক্ত ৩টি বাক্যে বা প্রবন্ধের কোথাও ব্যক্তি মুনতাসীর মামুনকে আক্রমণ, হেয় প্রতিপন্ন বা ফরিয়াদীর প্রতি মানহানিকর কিছু লেখা হয়নি। ফলে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ত্রুটিপূর্ণ ও তাই খারিজযোগ্য।

পরিশেষে প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ প্রায় ২০ বছর যাবত সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত আছে। এ সুদীর্ঘ সময় প্রতিপক্ষ দেশ জাতির কল্যাণ কামনায় অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও মন্তব্যধর্মী লেখা পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। প্রতিপক্ষ কোন লেখায়ই প্রতিপক্ষের কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে হেয় প্রতিপন্ন করেনি, এমন অভিযোগও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেই। সমাজ রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কতিপয় প্রসঙ্গ অবলোকন করে প্রতিপক্ষের হৃদয় ব্যথিত ও রক্তাক্ত হয়েছে; একজন সচেতন সাংবাদিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সেই ব্যথাতুর মনে খেদই ওই প্রবন্ধে প্রতিপক্ষ ফুটিয়ে তুলেছে মাত্র। অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার প্রবন্ধটি পাঠে কোন দূরবর্তী কল্পনাতেও কারও মনে হবে না যে প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে হেয় করার জন্য ওই প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

> অতএব, উপরোক্ত অবস্থা ও কারণসমূহ বিবেচনাপূর্বক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি খারিজ/প্রত্যাহার করার জন্য বিনীত নিবেদন করেছেন।

**ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ**

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বার্থে ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরটি হুবহু ছাপানো হলো।

১. "ফরিয়াদীর উদ্ধৃতিতে মুদ্রাক্ষরিকের কারণে **'নিশ্চয়'** ও **'হয়ে'** শব্দ দুটি বাদ পড়ে গেছে। এই দুটি শব্দ ব্যবহারে প্রতিবেদকের বক্তব্য আরো জোরালো হয়েছে। এতে ফরিয়াদীর বক্তব্য ও অভিযোগের ব্যতয় ঘটেনি এবং তা আরো দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে।

২. তারিখ উল্লেখিত না হলেও লেখাটি জানুয়ারি ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তিনি অবশ্য তারিখ উল্লেখ করেননি। তারিখটি হবে ৪ জানুয়ারি ২০১৮, ১০ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা। আর চারমাস হয়ে গেলে তা খারিজযোগ্য হয় না বলেই ফরিয়াদীর ধারণা।

৩. সম্পাদক বা কর্তপক্ষের বরাবর প্রতিবাদ না পাঠানোর অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ ও খারিজযোগ্য হয় না। কারো সম্পর্কে কোন অভিযোগ প্রকাশ করার আগে সেই ব্যক্তির বক্তব্যও জানতে চাওয়া হয়; তিনি বা প্রতিপক্ষ তা করেননি।

৪. প্রতিপক্ষ লিখেছেন "একজন অধ্যাপকের পক্ষে একটি ব্যাংকের উদ্যোক্তা হওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা অর্জন ঠিক ফরিয়াদীর অধ্যাপনা কর্ম থেকে অর্জিত আয়-ব্যয়ের সঞ্চয়ের সঙ্গে মানানসই নয়। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের প্রবন্ধে উল্লিখিত সংবাদটি মিথ্যা বা ভিত্তিহীন এরকম দাবী করেননি। তার ৬ নং প্রতিউত্তর এটি।

তার ৩-৬ ক্রম নম্বরের উত্তরেরর প্রতিউত্তরে জানাচ্ছি-

প্রতিপক্ষের মতে-

ক."একজন লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা একজন ছাত্রনেতা কি করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতো অর্থের মালিক হলেন" অর্থাৎ একজন লেখক/অধ্যাপকের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতো অর্থের মালিক হওয়া সম্ভব নয়। ফরিয়াদী অবশ্যই এটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করছে। এটি সত্য এবং তাই ফরিয়াদী অভিযোগ দায়ের করেছে।

খ. অর্থমন্ত্রী সামগ্রিকভাবে মন্তব্য করেছেন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়।

একজন অধ্যাপকের পক্ষে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য অর্জন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বলেছে-

যেহেতু ফরিয়াদীর নাম উল্লেখ করেই মন্তব্যটি করা হয়েছে সেহেতু ফরিয়াদী অভিযোগ করেছে ফরিয়াদী একা একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেনি। বহু জনের উদ্যোগে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে ফরিয়াদী একজন মাত্র। এই বহুজনের মধ্যে আরো অধ্যাপক, সাংবাদিকও আছেন। সেখানে শুধু ফরিয়াদীর নাম উল্লেখ করার অর্থ এই ইঙ্গিত করা যে, যে অর্থ ফরিয়াদী বিনিয়োগ করেছে তা বৈধ কিনা সেটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। আয়কর বিবরণীর কথা উল্লেখ করেছে এ কারণে যে, সেখানে প্রদত্ত তথ্যাদি বা বিবরণ বা প্রদর্শিত আয় বৈধ না হলে তা বিনিয়োগ করা যায় না। একবার প্রতিবেদন এবং তারপর সেই মন্তব্যই সাবহেডিং এ ফরিয়াদীর নাম বড় হরফে উল্লেখ করে আলাদা ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাবহেডিং বলা যেতে পারে; অন্যদের নয়, তাতেই ফরিয়াদীর মনে হয়েছে বিশেষভাবে ফরিয়াদীকে লক্ষ্য করেই বক্তব্যটি দেয়া হয়েছে। যে কারণেই বলেছে, লেখাটি বিভ্রান্তিকর, অসত্য, বানোয়াট, উদ্দেশ্যমূলক, প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও মানহানিকর,। ফরিয়াদীর নাম প্রতিবেদনে বড় হরফে না থাকলে ফরিয়াদী এই অভিযোগ আনতো না।

৫. জনাব মোর্তোজার প্রবন্ধ যত দীর্ঘ হোক তা নিয়ে ফরিয়াদীর আপত্তি নেই। ফরিয়াদীর আপত্তি বিশেষভাবে তার অভিযোগের সঙ্গে বড় হরফে আলাদা ভাবে ফরিয়াদীর নাম উল্লেখ করা। পরিশেষে বলতে চাই, "সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কতিপয় প্রসঙ্গ অবলোকন করে ফরিয়াদীর হৃদয় ব্যথিত ও রক্তাক্ত হয়েছে" বলে জানিয়েছেন বিবাদী। সে রকম আরো অনেকেরই একই অনুভুতি হতে পারে। ফরিয়াদীরও তাই হয়েছে এবং ফরিয়াদী তা ব্যক্ত করেছে কিন্তু সেটি নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। প্রতিপক্ষ আবেগবশত তা লিখতে পারেন কিন্তু ব্যক্তির উল্লেখ থাকলে সেটি সঠিক কিনা তা দেখা প্রতিপক্ষের দায়িত্ব। ফরিয়াদী অভিযোগরে মাধ্যমে এই বিষয়টিই উত্থাপন করতে চেয়েছে। ফরিয়াদীর নাম বড় হরফে ছেপে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ফরিয়াদীর প্রতি বিরাগভাজন হয়েই তিনি এ মন্তব্য করেছেন যাচাই না করে।

একজন সাংবাদিক হিসেবে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা সত্যতা যাচাই করা আইনত প্রতিপক্ষের করণীয় ছিল। মানহানিকর আইনে একটি তত্ত্ব হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি বিদ্বেষপ্রণোদিত হয়ে কোন মন্তব্য করলে তার কোনো ডিফেন্স থাকে না। কোনো ব্যক্তি মানহানিকর বক্তব্য বা মন্তব্য করলে সেটি যেমন আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে দন্ডনীয় তেমনি আর কোনো ব্যক্তি সেই মন্তব্য পুনরাবৃত্তি করলেও এটি নতুন মানহানিকর অপরাধের জন্ম দেয় এবং সেটিও আইনের কথা। এই ব্যাংকে বহু উদ্যোক্তা ছিলেন। শুধু ফরিয়াদীর [এবং এক ছাত্রনেতার] নাম এককভাবে উল্লেখ করে বিবাদী নিরুঙ্কুশভাবে প্রমাণ করেছেন যে ফরিয়াদীর প্রতি তাঁর বিদ্বেষ আছে"।

**যুক্তিতর্কঃ**

ফরিয়াদীর পক্ষে তাঁর বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব একে রাশেদুল হক যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব পড়ে শুনান। তিনি ৪ জানুয়ারী ২০১৮

তারিখে প্রকাশিত "২০১৭'র দিকে তাকিয়ে ২০১৮ দেখি" প্রচারিত ৫নং অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন এবং এই অনুচ্ছেদটি পড়ে শুনান। তিনি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেন যে এই অনুচ্ছেদে **"বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক-লেখক মুনতাসীর মামুন, সাবেক ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমূলও ফারমার্স ব্যাংকের উদ্যোক্তা। অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, ব্যাংকের উদ্যোক্তারাই লুটপাট করেছে। একজন লেখক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বা একজন ছাত্রনেতা কি করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতো অর্থের মালিক হলেন, শুধু ২০১৭ সালের নয় আরও বহু বছরের জন্যেও এক নিশ্চয়ই উদাহরনযোগ্য ঘটনা হয়ে ইতিহাসে থেকে যাবে"।** উপরোক্ত অনুচ্ছেদে ফরিয়াদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে এত অর্থের মালিক হলেন কিভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর মতামত গ্রহণ করেননি। উল্লেখিত কয়টি শব্দ দ্বারা মুনতাসীর মামুনের অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেছেন এবং এতে ফরিয়াদীর আয় বৈধ কিনা তাও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, ফরিয়াদীকে এই প্রতিবেদন দ্বারা অসৎ ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা প্রয়াস নিয়েছেন। কোন ব্যক্তিসম্পর্কে বা তাঁর আয়ের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করার পূর্বে তা যাচাই বাছাই করা অপরিহার্য। যাচাই বাছাই না করে প্রতিবেদনটি জনসম্মুখে প্রচার করে ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিবেদনে উল্লেখিত শব্দগুলি দ্বারা ফরিয়াদীর মান সম্মান এবং জীবনের সকল অর্জনকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একজন অধ্যাপকের পক্ষে একটি ব্যাংকের উদ্যোক্তা হওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা অর্জন ঠিক তাঁর অধ্যাপনা কর্ম থেকে অর্জিত আয় ব্যয়ের সঞ্চয়ের সংগে মানান সই নয় বলে ইঙ্গিত দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রচার করেছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে যেখানে অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য কোন কোন উদ্যোক্তা টাকা লুটপাট করেছে তা উল্লেখ করেননি। সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদক অন্য কোন উদ্যোক্তার নাম উল্লেখ না করে কেবল মুনতাসীর মামুন এবং সিদ্দিকী নাজমুল হকের নাম উল্লেখ করেছেন প্রতিহিংসা বশত। প্রতিবেদক ২০ বছর কেন আরও বেশী বছর সাংবাদিকতা করলেও সংবাদ প্রচারের রীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন বলে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি বলেন তথ্য ও সত্য প্রকাশে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সর্বজন স্বীকৃত। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা অর্থ অনুমোদিত সেচ্ছাচারিতা নয়। বস্তুনিষ্ঠ তথ্য এবং পূর্ণাঙ্গ সত্য প্রকাশ করা প্রত্যেক সংবাদিকেরই নৈতিক দায়িত্ব, কিন্তু প্রতিবেদক বর্তমান ক্ষেত্রে সত্য প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছেন।

তিনি কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার আলোকে প্রতিপক্ষকে তিরস্কার করার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর আইনজীবীর যুক্তিতর্কে দ্বিমত পোষণ করে নিবেদন করেন যে এই প্রতিবেদনটি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের উপর নির্ভর করেই প্রকাশ করেছেন, এতে ফরিয়াদীকে অসম্মান করার উদ্দেশ্য ছিলনা এবং প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ছিলনা। প্রতিবেদক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। তবে এটা সত্য যে প্রতিবেদক প্রতিবেদকটি প্রচারের পূর্বে ফরিয়াদীর বক্তব্য গ্রহণ করেনি। এতে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও নিবেদন করেন যে এই ভুলটুকু সচেতন ভাবে করা হয়নি। বিজ্ঞ আইনজীবী এ প্রেক্ষিতে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রতিবেদক ভবিষ্যতে কোন প্রতিবেদন প্রচারের পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে বিচারিক কমিটিকে আশ্বস্ত করেন।

পরিশেষে, অভিযোগটি খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

**আলোচনাঃ**

পক্ষগণের আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবন করা হয়েছে। ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব বিশ্লেষণ করা হলো "সাপ্তাহিক" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ৫ম অনুচ্ছেদেটিও বিশ্লেষণ করা হলো।

ফরিয়াদীর অভিযোগ হলো এই প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য। প্রতিপক্ষের বক্তব্য হলো তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, তবে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন বা মানহানি করার জন্য নয় বরং প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর গবেষণা কর্মের একনিষ্ঠ পাঠক। প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, প্রতিপক্ষ প্রতিবেদনটি প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদীর বক্তব্য গ্রহণ করেননি এবং এরূপ বক্তব্য ও তিনি তাঁর জবাবে উল্লেখ করেননি। প্রতিপক্ষের আইনজীবীও ফরিয়াদীর বক্তব্য না নেয়ার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। প্রতিবেদনটি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন ছেপেছেন বলে দাবী করেছেন। তবে মন্ত্রীর বক্তব্য কোন খবরের উৎস হতে পারেনা। প্রতিবেদক প্রচারের পূর্বে নিরপেক্ষভাবে তথ্য যাচাই করাই সাংবাদিকতার নীতি আদর্শ; কিন্তু স্বীকৃত মতেই প্রতিবেদক ফরিয়াদীর বক্তব্য গ্রহণ করেননি। তবে প্রতিবেদক মুনতাসীর মামুনের নাম উল্লেখ করে তাঁর অর্থের উৎসের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেছেন এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করে ফরিয়াদীকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি ফরিয়াদীকে অবৈধ অর্থের মালিক বলে তাঁর প্রতিবেদনে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ফরিয়াদীর সুনামের ক্ষতি করা হয়েছে, যা টাকা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রতিপক্ষ যা করেছেন এটা সাংবাদিকতা নয় বরং অপসাংবাদিকতা।

এই মামলাটির প্রসংগে জনাব গোলাম সারওয়ার সম্পাদক **"সমকাল"** এর প্রবন্ধ পিআইবি কর্তৃক হলুদ সাংবাদিকতা পুস্তকে প্রকাশিত খুবই প্রাসংগিক বিধায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করা হলোঃ-

> *"আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদন্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোন সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোন সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়-এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোন বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তা সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।"*
>
> *এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিবেদক নিজেই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক।* সম্পাদক হলেন পত্রিকার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। সম্পাদনা করা তাঁর প্রধান দায়িত্ব। পত্রিকায় কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন যাবে কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এর বত্যয় ঘটেছে। সম্পাদকের দায়িত্ব হলো সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রাপ্ত তথ্যাবলিতে সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের মূল জবাব, প্রতিউত্তর এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে সদস্য জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত এর সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করে সাংবাদিকদের আচরণবিধি লঙ্ঘণ করেছেন এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ **"সাপ্তাহিক"**এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ফরিয়াদী প্রয়োজন মনে করলে তাঁর নিজ খরচে যে কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় এই রায়টি ছাপাতে পারেন, তবে রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত।

স্বাক্ষরিত/-
স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য